বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-১৫ অর্থবছর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), ১ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

www.berc.org.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
মুখবন্ধ	৫
১ কমিশন-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ	৬
২ পটভুমি	৭
৩ কমিশন গঠন	৭
৪ কমিশনের ভিশন	৭
৫ কমিশনের মিশন	৭
৬ কমিশনের কার্যপরিধি	৮
৭ কমিশনের অর্জনসমূহ	৯
৭.১ ট্যারিফ নির্ধারণ	৯
৭.২ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠন	৯
৭.৩ বিদ্যুৎ রড়াণাবেড়াণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠন	১০
৭.৪ বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং	১১
৭.৫ গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তন	১১
৭.৬ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য	১১
৭.৭ স্বচ্ছল সমিতি কর্তৃক অসচ্ছল সমিতিতে ক্রস সাবসিডাইজেশন	১২
৭.৮ এনার্জি অডিট সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৩
৭.৯ সিসটেম লস হ্রাস ও বিদুৎ উৎপাদন ড়োত্রে এফিসিয়েন্সী বৃদ্ধি	১৩
৭.১০ সালিসী কার্যক্রম	১৩
৭.১১ ভোক্তার অভিযোগ নিস্পত্তি	১৪
৮ কমিশনের কার্যক্রম	১৪
৮.১ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভা	১৪
৮.১.১ কমিশন সভা	১৪
৮.১.২ উন্মুক্ত সভা	১৪
৮.১.৩ গণ-শুনানি	১৫
৮.২ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৮
৮.৩ গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম	১৯
৮.৩.১ গ্যাস সরবরাহ সংস্থার তালিকাভুক্তি ও বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ	১৯
৮.৩.২ জ্বালানি সাশ্রয় ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম	২০
৮.৪ পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যক্রম	২১
৮.৫ অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রচলন	১৭
৮.৬ ফিড-ইন-ট্যারিফ ও কো-জেনারেশন প্রবিধানমালা প্রণয়ন	১৭

৮.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ	১৭
৮.৮ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আউটরীচ কর্মসূচী	১৭
৮.৯ কমিশনের জনবল	১৮
৮.১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন	২১
৮.১১ সেমিনার/কোর্স আয়োজন	২২
৮.১২ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড	২২
৮.১৩ প্রবিধানমালা প্রণয়ন	২২
৮.১৪ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাব	২৩

মুখবন্ধ

উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে চলছে। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী ও সাহসী পদক্ষেপ এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ফলে বাংলাদেশ বিশেষত: **বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে স্বল্প সময়ে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে বিশ্বের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করে প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞ হাতে নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বিদ্যুৎ ও গ্যাসের যৌক্তিক ট্যারিফ নির্ধারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে উদ্ভূত বিরোধ নিষ্পত্তিতে কমিশন সর্বদা তৎপর রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের যাত্রা ২০০৪ সালে শুরু হলেও বর্তমান সরকার** ২০০৯ **সালে ক্ষমতায় আসার পর একটি পূর্ণাঙ্গ কমিশন গঠন করে এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে কমিশনের কার্যকর ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়। দেশের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা মাথায় রেখে বিদ্যুতে 'লাইফ লাইন ট্যারিফ' ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে। জ্বালানি খাতের উন্নয়নের জন্য কমিশন 'গ্যাস উন্নয়ন তহবিল' এবং 'বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন তহবিল' গঠন করেছে। এ দু'টি তহবিল থেকে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সেক্টরে ইতোমধ্যে প্রায় আট হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ভবিষ্যতে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য গত সেপ্টেম্বর ২০১৫–এ** æ**জ্বালানী নিরাপত্তা তহবিল" গঠন করা হয়েছে। এনার্জি সেক্টরে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে কমিশন সচেষ্ট রয়েছে। এনার্জি খাতে স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের** লড়্যে **বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কমিশন বিশ্বাস করে ২০২১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিদ্যুতে সয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবে।**

এ আর খান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কমিশন-এর চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

এ আর খান
চেয়ারম্যান

ড. সেলিম মাহমুদ
সদস্য

প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সদস্য

মোঃ মাকসুদুল হক
সদস্য

রহমান মুরশেদ
সদস্য

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
(বিইআরসি)

২ পটভূমি ঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস সম্পদ ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি, উক্ত খাতে ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন পতিষ্ঠিত হয়।

৩ কমিশন গঠন ঃ

১৩ মার্চ, ২০০৩ সালে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ পাশ হয় এবং এপ্রিল ২৭, ২০০৪ তারিখে কমিশন কার্যকর হয়। এ আইনে উলেস্নখ আছে যে, কমিশন চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ভিত্তিতে মহামান্য রাষ্ট্রপতিকর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁরা কমিশনের সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হবেন। আইনবলে কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং এর স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকবে। এ আইন সাপেক্ষে এর স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করার, অধিকারে রাখার এবং স্থানান্তর করার ক্ষমতা থাকবে। কমিশনের প্রধান কার্যালয় থাকবে ঢাকায়, তবে প্রয়োজনবোধে দেশের অন্যত্র শাখা কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।

৪ কমিশনের ভিশন ঃ

এনার্জি খাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টি, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ।

৫ কমিশনের মিশন ঃ

(ক) সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য অভিন্ন সুযোগ এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিতে উৎসাহিত করা।

(খ) এনার্জি ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবস্থাপনা, ট্যারিফ নির্ধারণ এবং ব্যয় যৌক্তিকীকরণে স্বচ্ছতা আনয়ণ করা।

(গ) জ্বালানি খাতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা।

(ঘ) কর্ম এবং উদ্দীপনা ভিত্তিক রেগুলেশন চালু করা।

(ঙ) এনার্জিক্ষেত্রে সকল স্টেকহোল্ডারদের জন্য সুষম কর্ম-মাপকাঠি নির্ধারণ এবং সরবরাহের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা প্রদান করা।

৬ কমিশনের কার্যপরিধি ঃ

বিইআরসি আইন, ২০০৩ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কমিশনের কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ-

(ক) এনার্জি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, উহার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের মান নিরূপণ, এনার্জি অডিটের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জ্বালানি ব্যবহার খরচের হিসাব যাচাই, পরীক্ষণ, বিশেস্নষণ, জ্বালানি ব্যবহারে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ও সাশ্রয় নিশ্চিতকরণ;

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, সরবরাহ, মজুতকরণ, বিতরণ, দক্ষ ব্যবহার, সেবার মান উন্নয়ন, ট্যারিফ নির্ধারণ ও নিরাপত্তার উন্নয়ন;

(গ) লাইসেন্স প্রদান, বাতিল, সংশোধন, লাইসেন্সের শর্ত নির্ধারণ, লাইসেন্সের প্রয়োজনীয়তা থেকে অব্যাহতি প্রদান এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পালনীয় শর্ত নির্ধারণ;

(ঘ) লাইসেন্সীর সামগ্রিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে স্কীম অনুমোদন এবং এ ক্ষেত্রে তাদের চাহিদার পূর্বাভাস (load forecast) ও আর্থিক অবস্থা (financial status) বিবেচনায় নির্ধারিত পদ্ধতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

(ঙ) এনার্জির পরিসংখ্যান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পর্যালোচনা এবং প্রচার;

(চ) গুণগত মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ডস্ প্রণয়ন করা ও তার প্রয়োগ বাধ্যতামূলক করা;

(ছ) সকল লাইসেন্সীর জন্য অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ;

(জ) লাইসেন্সীদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদান;

(ঝ) বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, বিপণন, মজুতকরণ, বিতরণ ও সরবরাহ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে সরকারকে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;

(ঞ) লাইসেন্সীদের মধ্যে এবং লাইসেন্সী ও ভোক্তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মীমাংসা করা এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে আরবিট্রেশনে প্রেরণ করা;

(ট) ভোক্তা বিরোধ, অসাধু ব্যবসা বা সীমাবদ্ধ (monopoly) ব্যবসা সম্পর্কিত বিরোধের উপযুক্ত প্রতিকার নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) প্রচলিত আইন অনুযায়ী এনার্জির পরিবেশ সংক্রান্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা; এবং

(ড) এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশন কর্তৃক যথাযথ বিবেচিত হলে এনার্জি সংক্রান্ত যে কোন আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদন করা।

৭ কমিশনের অর্জনসমূহ ঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কয়েক বছর হল কার্যক্রম শুরূন্ন করেছে। ফলে কমিশন পরিচালিত কর্মকান্ডের ফলাফল দৃশ্যমান হতে ও জনগণের দোরগোড়ায় পৌছাতে আরও কিছু সময়ের প্রয়োজন। ইতোমধ্যে কমিশন অর্জিত কতিপয় উলেস্নখযোগ্য কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ঃ

৭.১ ট্যারিফ নির্ধারণঃ

কমিশন বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা/কোম্পানীর পাইকারি (বাল্ক) মূল্যহার, বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোম্পানীর সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) এবং বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানীর খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করে। এছাড়া কমিশন গ্যাস সঞ্চালন কোম্পানী এর সঞ্চালন মূল্যহার, গ্যাস বিতরণ কোম্পানীর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার নির্ধারণ করে। বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী কমিশন ভোক্তা পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মূল্য নির্ধারণের কাজ শুরূন্ন করার লক্ষ্যে সংশিস্নষ্ট রেগুলেশন প্রণয়নের উদ্যেগ গ্রহণ করছে। কমিশন ভোক্তা, লাইসেন্সী ও সকল স্টেকহোল্ডারদের উপস্থিতিতে গণশুনানির মাধ্যমে ট্যারিফ সমন্বয় করে। বিগত তিন বছরের প্রকৃত ব্যয় বিশেস্নষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা করে ট্যারিফ নির্ধারণ করা হয়। সংস্থা/কোম্পানীসমূহের আর্থিক সক্ষামতা, ভোক্তার স্বার্থ, সরকার তথা জনগণের ভর্তুকি প্রদানের ক্ষামতা, জ্বালানি সেক্টরে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং সর্বোপরি এ সেক্টরে আর্থিক শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে কমিশন বিগত বছরগুলোতে ট্যারিফ সমন্বয় করে আসছে ।

গ্যাসের মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদনের ওপর গণশুনানিতে (বাম দিক হতে) কমিশনের সদস্য জনাব রহমান মুরশেদ, সদস্য ড. সেলিম মাহমুদ, চেয়ারম্যান জনাব এ আর খান, সদস্য প্রকৌশলী মোঃ দেলোয়ার হোসেন, সদস্য জনাব মোঃ মাকসুদুল হক

৭.২ গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনঃ

২০০৯ সালের ৩০ জুলাই জারীকৃত কমিশন আদেশের মাধ্যমে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদনে রাষ্ট্রয়াত্ত কোম্পানীসমূহের আর্থিক ক্ষামতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "গ্যাস উন্নয়ন তহবিল" গঠন করা হয়। গ্রাহক পর্যায়ে গ্যাসের মূল্যহার ভারিত গড়ে ১১.২২% বৃদ্ধি করে এ তহবিল গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত্ম সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ৪,৬৫২.৭০ কোটি টাকা। এ তহবিল থেকে ২০১০-১১ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত্ম মোট ৩,৯৭৭.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২১টি পকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ১,৩৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭টি প্রকল্প বাস্ত্মবায়িত

হয়েছে এবং এতে করে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হয়েছে। এছাড়া প্রায় ২,৪৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে অবশিষ্ট প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। আশা করা যায়, এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে উলেস্নখযোগ্য পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্রীডে যোগ হবে।

৭.৩ বিদ্যুৎ রড়্গাণাবেড়্গাণ ও উন্নয়ন ফান্ড গঠনঃ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর বিদ্যুৎ উৎপাদন ড়্গামতা ও দড়্গাতা বৃদ্ধির জন্য পাইকারি (বাল্ক) পর্যায়ে বিদ্যুৎ এর বিদ্যমান গড় মূল্যের ৫.১৭% অর্থ দ্বারা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ০১ ফেব্রম্নয়ারি ২০১১ তারিখে কার্যকর করে 'বিদ্যুৎ রড়্গাণাবেড়্গাণ ও উন্নয়ন ফান্ড' গঠন করেছে। উক্ত ফান্ডে সংগৃহিত অর্থের পরিমাণ ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ৩,৩৬৯.০৩ কোটি টাকা। এ ফান্ডের অর্থায়নে বিউবো কর্তৃক বিবিয়ানায় ৪০০ মেগাওয়াট (±১০%) ড়্গামতাসম্পন্ন গ্যাস ভিত্তিক কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ শুরম্ন হয়েছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। উক্ত ফান্ড থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২০৮.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে।

বিবিয়ানা (দড়্গিণ) ৩৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাড়্গার অনুষ্ঠান

বিবিয়ানা প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

সারণী-১

প্রকল্পের মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

পস্যান্টের ধরণ	**গ্যাস বেইজ কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার পস্যান্ট**
ক্যাপাসিটি	৩৮৩.৫১ মেগাওয়াট
পস্যান্ট লোকেশন	বিবিয়ানা, নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ
প্রকল্প ব্যায় (প্রাক্কলিত)	২,৫০৮.৪৫ কোটি টাকা
২০১৪-১৫ অর্থবছরে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	২০৮ কোটি টাকা
প্রকল্প বাস্ত্মবায়ন সময়কাল	২০১৪-২০১৫ হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর
বাৎসরিক নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৬৮.৭৬ কোটি কি.ও.ঘ. (৮০% পস্যান্ট ক্যাপাসিটি)
গড় উৎপাদন খরচ	১.১৫ টাকা/কি.ও. ঘ.

৭.৪ বেঞ্চমার্ক প্রাইসিংঃ

"বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা ২০০৮" এর আওতায় বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের জন্য ফার্নেস অয়েল, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস, ফার্নেস অয়েল), গ্যাস এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য কমিশন বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং পদ্ধতি চালু করেছে। বেঞ্চমার্ক প্রাইসিং এর মাধ্যমে আগ্রহী বিনিয়োগকারীগণ বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ করার পূর্বেই ইনডিকেটিভ প্রাইস (indicative price) জানতে পারবে যা দ্বারা তাদের বিনিয়োগ ঝুকিমুক্ত কিনা তা যাচাই করতে পারবে । এটি একটি সাহসী ও বৈপস্নবিক পদক্ষেপ যা এ উপমহাদেশে প্রথম।

৭.৫ গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহকদের জন্য লাইফ-লাইন মূল্যহার প্রবর্তনঃ

কমিশনের ১৩ মার্চ ২০১৪ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত সর্বশেষ ট্যারিফ এ সকল শ্রেণীর ভোক্তার স্বার্থ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর আর্থিক প্রভাব, গরীব ও নিম্নবিত্তের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি না হওয়া, সর্বোপরি দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরম্নত্ব এবং জাতীয় অর্থনীতিতে কষির প্রভাব বিশেষ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বিদ্যুতের সর্বশেষ ট্যারিফ কাঠামোয় দেশে প্রথমবারের মত আবাসিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গরীব ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য লাইফ-লাইন বিদ্যুৎ ব্যবহার ১-৫০ ইউনিট পর্যন্ত্ম নির্ধারণ করা হয় এবং এ গ্রাহকদের মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়। আবাসিক শ্রেণীর ৫০ ইউনিটের অধিক বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীগণ লাইফ-লাইন মূল্যহারের সুবিধা পাবেন না। এছাড়াও সেচ গ্রাহকের জন্য বিদ্যমান মূল্যহার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে প্রায় ৩৫ লক্ষ গরীব ও নিম্নবিত্ত আবাসিক গ্রাহক এবং ২.৫০ লক্ষ সেচ গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল অপরিবর্তিত রয়েছে।

৭.৬ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যঃ

দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ও গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে কমিশন ট্যারিফ সমন্বয় আদেশে কষি খাতকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে আসছে। এছাড়া আন্ত্মর্জাতিক পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কমিশন সবসময়ই শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির ট্যারিফ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে আসছে।

৭.৭ সচ্ছল সমিতি কর্তৃক অসচ্ছল সমিতিতে ক্রস সাবসিডাইজেশন ঃ

পলস্না বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস) সমূহের অনগ্রসর ভৌগলিক অবস্থান, অধিক বিনিয়োগ ব্যয়, অসম গ্রাহক মিশ্রণ অর্থাৎ আবাসিক ও সেচ গ্রাহকের আধিক্য, গ্রাহকপ্রতি বিদ্যুতের ব্যবহার তুলনামূলক কম, ইত্যাদি কারণে পবিসসমূহের সার্বিক আর্থিক অবস্থা খারাপ। সকল পবিসের আর্থিক অবস্থা একরূপ নয়। শহরের কাছাকাছি এবং শিল্পসমৃদ্ধ এলাকার পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভাল। দূরদূরান্তের পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থা খারাপ এবং নাজুক। গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌছে দেওয়া সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং এ লক্ষ্যে সরকার পলস্নী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমকে পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। সরকারের পাশাপাশি কমিশনও রেগুলেটরী সহায়তার মাধ্যমে পবিসসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রস-সাবসিডি তহবিল সৃষ্টি করেছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যুতের ট্যারিফ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শহর এলাকায় বিতরণ কোম্পানীগুলোর পাইকারি মূল্যহার তুলনামূলকভাবে একটু বেশী এবং পলস্নী এলাকাভিত্তিক কোম্পানী/সমিতিগুলোর ট্যারিফ একটু কম ধার্য করে আসছে। এর ফলে যে সব সমিতি লাভ করছে তার একটি অংশ কমিশন কর্তক নির্ধারিত হারে এ তহবিলে জমা দেয় । ২০১৪ এর জুলাই মাস হতে কমিশন কর্তক নির্ধারিত হার নিম্নরূপঃ

সারণী ২

কমিশন কর্তক নির্ধারিত হার

মার্জিন সীমা	তহবিলে জমা হার
০-১০ কোটি	০.০০%
পরবর্তি ৪০ কোটি	৮০.০০%
পরবর্তি ৫০ কোটি	৮২.৫০%
পরবর্তি অংশ	৮৫%

তহবিলে প্রদত্ত অর্থ কমিশন কর্তক নির্ধারিত হারে অসচ্ছল সমিতি গুলোকে বন্টন করা হয়। ২০০৮-২০০৯ থেকে এ সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৪-২০১৫ পর্যন্ত ২,২৫১.৫৮ কোটি টাকা সচ্ছল সমিতিগুলো এ তহবিলে যোগান দেয় এবং অসচ্ছল সমিতিগুলোকে অর্থ বন্টন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১০ (দশ) টি সচ্ছল সমিতি এ তহবিলে ৮৪১.১৭ কোটি টাকা প্রদান করেছে এবং ৪৬ (ছিচলিস্নশ) টি অসচ্ছল সমিতি এই তহবিল হতে অর্থ গ্রহণ করেছে।

সারণী ৩

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সচ্ছল সমিতিগুলোর কন্ট্রিবিউশনের বিবরণ

ক্রমিক নং	পবিসের নাম	টাকার পরিমাণ (কোটি)
১.	ঢাকা পবিস-১	২০৫.৯৬
২.	কুমিলস্না পবিস-১	৬৪.৫২
৩.	নরসিংদী পবিস-১	১২০.০৪
৪.	নরসিংদী পবিস-২	২০.৪৫
৫.	ময়মনসিংহ পবিস-২	৫৫.৯০
৬.	ঢাকা পবিস-৩	৫১.৭১
৭.	মুন্সিগঞ্জ পবিস	৫.৫৯
৮.	ঢাকা পবিস-২	১৫.৬৯
৯.	গাজীপুর পবিস	১৪৬.৬৬
১০.	নারায়ণগঞ্জ পবিস	২১২.৭৪
সর্বমোট		**৮৪১.১৭**

৭.৮ এনার্জি অডিট সংক্রান্ত্ম কার্যক্রমঃ

এনার্জি অডিটের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের সঠিক চিত্র সংগ্রহ, অপচয় রোধ এবং দক্ষ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ এবং গ্রীন হউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো সম্ভব বলে কমিশন মনে করে। এ লক্ষ্যে কমিশন জ্বালানি বা এনার্জি অডিট সংক্রান্ত্ম কার্যক্রম চালমান রেখেছে। বিইআরসি কর্তক প্রণীত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত্ম তথ্যাবলী প্রেরণের জন্য বিভিন্ন কোম্পানিকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। বিউবো'র তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতোমধ্যে বিইআরসি প্রদত্ত ছকে এনার্জি অডিট সংক্রান্ত্ম তথ্যাবলী প্রেরণ করেছে। ইউএসএইড (USAID) এর অর্থায়নে পাওয়ার পস্নান্টের এনার্জি অডিট এবং ডেভেলপমেন্ট অব ম্যনুয়্যাল (Energy Audit Manual) প্রণয়নের জন্য ইতিমধ্যে কনসালট্যান্ট নিয়োগ করা হয়েছে।

৭.৯ সিস্টেম লস হ্রাস ও বিদৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে এফিসিয়েন্সী বৃদ্ধিঃ

বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রমের ফলে বিদ্যুৎ খাতে সিস্টেম লস লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বিদ্যুতের বিতরণ খাতের সিস্টেম লস ছিল ১৪.৩৩% । ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এ লস হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১১.৩৬%। এ সময়ে মোট লস (সঞ্চলন ও বিতরণ) ১৬.৮৫% হতে হ্রাস পেয়ে হয়েছে ১৩.৫৫% । এ সব লসের হার একক ডিজিটে হ্রাস করার জন্য প্রচেস্টা অব্যাহত রয়েছে। ট্যারিফ নির্ধারণের সময় যৌক্তিক পর্যায়ে সিস্টেম লস বিবেচনা করা হয় - যাতে গাহকের ঘাড়ে অহেতুক সিস্টেম লসের বোঝা না বর্তায়। বিদ্যুৎ বিভাগের কার্যক্রমের পাশাপাশি কমিশনের রেগুলেটরি কার্যক্রম বিদ্যুৎ বিভাগের সিস্টেম লস কমিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। এতে বিগত ৬ বছরে বিতরণ লস ৩% হ্রাস পেয়েছে। ফলে প্রায় তিন হাজার পাঁচ শত কোটি টাকা সাশ্রয় হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কমিশন রেগুলেটরি কার্যক্রম জারি রেখেছে। লাইসেন্স প্রদানের সময় সকল পাওয়ার পস্নান্টকে কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার পস্নান্টে রূপান্ত্মরিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার পস্নান্টে ৫০% এফিসিয়েন্সী বৃদ্ধি করা যায়। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ওভারঅল এফিসিয়েন্সী ছিল ৩১.৯৯% এবং ২০০১৪-১৫ অর্থ বছরে এই এফিসিয়েন্সী ৩৩.২৯% এ উন্নীত হয়েছে।

৭.১০ সালিসী কার্যক্রম ঃ

প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় সেবা প্রদানকারী ও ভোক্তাদের কাঙ্ক্ষিত বিচার পাওয়া সময় সাপেক্ষ ও জটিল বিধায় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এ লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তার মধ্যে বিবাদ নিস্পত্তির দায়িত্ব বিইআরসিকে প্রদান করা হয়েছে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ৭৭৭/২০১০ নং রীট মামলায় এ মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেন যে, বিইআরসি আইন, ২০০৩ অনুযায়ী লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তাগণের মধ্যে কোন বিবাদ হলে তা নিস্পত্তির উপযুক্ত ফোরাম হচ্ছে বিইআরসি এবং বিবাদমান পক্ষগণকে কমিশনের কাছেই বিরোধ নিস্পত্তির জন্য আবেদন করতে হবে। কমিশন বিইআরসি আইন, ২০০৩ ও Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014 অনুসরণ করে লাইসেন্সীদের মধ্যে অথবা লাইসেন্সী ও ভোক্তাগণের মধ্যে বেশ কিছু বিবাদ নিস্পত্তি করে আদেশ/রোয়েদাদ প্রদান করেছে।
২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিস্পত্তিকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি বিরোধ নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৪

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নিষ্পত্তিকৃত উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি বিরোধ

ক্রমিক নং	দাবীকারী ও প্রতিপড়্গের নাম	বিরোধের বিষয়বস্তু
১.	**আল-আমীন কনস্ট্রাকশন কোং লিঃ** **বনাম** বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	তৃতীয় কর্ণফুলি সেতু নির্মাণ প্রকল্পে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও সংযোগের প্রকার (স্থায়ী/অস্থায়ী) সংক্রান্ত।
২.	MBEC-ACL-COPRI Joint Venture বনাম বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড	তৃতীয় কর্ণফুলি সেতু নির্মাণ প্রকল্পে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও সংযোগের প্রকার (স্থায়ী/অস্থায়ী) সংক্রান্ত।
৩.	সিএসএস পাওয়ার লিঃ বনাম কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোং লিঃ চট্টগ্রাম	অন্যায়ভাবে আরোপিত (পরিশোধিত) জরিমানা ফেরত প্রদানের আবেদন সংক্রান্ত।

৭.১১ ভোক্তার অভিযোগ নিষ্পত্তিঃ

ভোক্তাস্বার্থ সংরড়্গণ করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। ভোক্তা অভিযোগের বিষয়টি কমিশন অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে তা নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর পদড়্গেপ গ্রহণ করে থাকে। কমিশনে "কঞ্জ্যুমার অ্যাফেয়ার্স" নামে আলাদা একটি বিভাগও রয়েছে। বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন,২০০৩ এর ৫৪ ধারা তে ভোক্তা অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা আছে। কোনো ভোক্তা জ্বালানি বিষয়ক কোন সমস্যার সমাধান সংশিস্নষ্ট ইউলিটি সংস্থা হতে যথাযথভাবে সাড়া না পেলে কমিশনের নজরে আনে। অভিযোগ প্রাপ্তির পর সংশিস্নষ্ট ইউটিলিটির কাছে জবাব/মতামত গ্রহণপূর্বক সমাধানের জন্য কমিশন হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৮. কমিশনের কার্যক্রম

৮.১ অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভাঃ

৮.১.১ কমিশন সভা

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর আওতায় কমিশনের নীতি নির্ধারণী বিষয়ে কমিশনের পরিপূর্ণ কোরামের মাধ্যমে কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বিইআরসি আইনের ১২(৪) ধারা অনুসারে ০৩ (তিন) জন সদস্যের উপস্থিতিতে কমিশনের কোরাম হয়ে থাকে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে কমিশনের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং ভোটের সমতার ড়্গেত্রে সভাপতির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ড়্গমতা থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক ১১ টি কমিশন সভা ও ১১ টি বিশেষ কমিশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৮.১.২ উন্মুক্ত সভা

কমিশনের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে স্বার্থসংশিস্নষ্ট প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করার নিমিত্ত উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়ে থাকে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামত গুরম্নত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন প্রবিধানমালা, কোড্স ও স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নসহ লাইসেন্স ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে কমিশন কর্তৃক ২ টি উন্মুক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উন্মুক্তসভায় মতবিনিময় অনুষ্ঠানে স্টেকহোল্ডারগণ, চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

৮.১.৩ গণশুনানি

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে কমিশন, কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির মতামত গ্রহণ ও বিবেচনা পূর্বক কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিশনের সিদ্ধান্তে ক্ষতিগস্ত হতে পারে এমন সকল পক্ষের বক্তব্য শোনার জন্য সংশিস্নষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের কমিশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ প্রক্রিয়ায় কমিশন ভোক্তাগণের প্রতিনিধির মতামত বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। জ্বালানির মূল্যহার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ভোক্তা প্রতিনিধির মতামত ছাড়া কমিশন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। ভোক্তার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে। এ প্রক্রিয়ায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনে ১৪টি গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গণশুনানিসমূহের তারিখ ও বিষয় নিম্নরূপ ঃ

সারণী ৫

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিশনের গণশুনানি

ক্রমিক নং	গণশুনানি অনুষ্ঠানের তারিখ	বিষয়
১.	২০ জানুয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০)	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর পাইকারি (বাল্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন।
২.	২১ জানুয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০)	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) এর সঞ্চালন মূল্যহার (হুইলিং চার্জ) পরিবর্তনের আবেদন।
৩.	২১ জানুয়ারি ২০১৫ (দুপুর ২.০০)	ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ওজোপাডিকো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন।
৪.	২২ জানুয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০)	বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন।

৫.	২২ জানুয়ারি ২০১৫ (দুপুর ২.০০)	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড (ডিপিডিসি) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন।
৬.	২৫ জানুয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০)	বাংলাদেশ পলস্নী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন।
৭.	২৫ জানুয়ারি ২০১৫ (দুপুর ২.০০)	ঢাকা ইলেকট্রিক সাপস্নাই কোম্পানী লিমিটেড (ডেসকো) এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার পরিবর্তনের আবেদন।
৮.	২ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০টা)	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিঃ (জিটিসিএল) এর গ্যাসের সঞ্চালন ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।
৯.	৩ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০টা)	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।
১০.	৩ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (দুপুর ২.০০টা)	পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।
১১.	৪ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০টা)	বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।
১২.	৪ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (দুপুর ২.০০টা)	কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ এর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।
১৩.	৫ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (সকাল ১০.০০টা)	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ এর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।
১৪.	৫ ফেব্রম্নয়ারি ২০১৫ (দুপুর ২.০০টা)	সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের ট্যারিফ পরিবর্তনের আবেদন।

ট্যারিফ নির্ধারণের গণশুনানি

৮.২ বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

(ক) বিদ্যুৎ বিতরণ কাজে নিয়োজিত সেবাপ্রদানকারী সংস্থার মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যুৎ বিতরণ কোড অপরিহার্য। দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন খসড়া বিদ্যুৎ বিতরণ কোড প্রণয়ন করেছে। উক্ত বিষয়ে টেকনিক্যাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ কোডটি (সাময়িক) জারীর অপেক্ষায় আছে।

(খ) কমিশন ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সরকারী ও বেসরকারীখাতে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৩৫১ টি বিদ্যুৎ উৎপাদন লাইসেন্স ইস্যু করেছে।

(গ) কমিশন সুষ্ঠুভাবে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং গ্রাহক পর্যায়ে সেবার মানোন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিদ্যুৎ সঞ্চালন কোড (সাময়িক) চালু করেছে। ভোক্তা (end user) এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ বিবেচনায় বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ এবং বিপণন/বিতরণের লাইসেন্স/তালিকাভুক্তকরণ এর ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং ও তালিকা ভুক্তির ফি যৌক্তিকীকরণের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের কাজ চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে আছে। এছাড়া বিইআরসি হতে নতুন লাইসেন্স প্রদান ও এর নবায়নের কাজ নিয়মিতভাবে উন্মুক্ত সভায় উত্থাপিত মতামতের ভিত্তিতে সম্পাদন করা হচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সারণী-৬

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

লাইসেন্সের ক্যাটাগরী	২০১৪-১৫	
	নতুন প্রদান	
	লাইসেন্স সংখ্যা	উৎপাদন ক্ষমতা (মে:ও:)
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার (আই.পি.পি)	০৪	৬৬৭.৭৭৪
কমার্শিয়াল পাওয়ার পস্যান্ট (সি.আই.পি.পি)	০১	১৫০
স্মল পাওয়ার পস্যান্ট (এস.পি.পি)	--	--
ক্যাপটিভ পাওয়ার পস্যান্ট (সি.পি.পি)	৬৬	২৪২.২০৬
লাইসেন্স অব্যাহতির সার্টিফিকেট	৩২৭	১০২.০৪
সর্বমোট	৩৯৮	১১৬২.০২

৮.৩ গ্যাস সংক্রান্ত কার্যক্রম ঃ

৮.৩.১ গ্যাস সরবরাহ সংস্থার তালিকাভুক্তি ও বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ঃ

কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান অনুযায়ী তালিকাভূক্ত গ্যাস বিতরণ ও বিপনণ কোম্পানি হিসেবে পেট্রোবাংলাকে এবং গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্সী হিসেবে গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিসটেম লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে তালিকাভূক্ত গ্যাস বিতরণ লাইসেন্সী হিসেবে বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড, জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি

লিমিটেড, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড, কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডকে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করে।

(ক) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের সংখ্যা নিম্নরূপঃ

সারণী-৭

২০১৪-১৫ অর্থবছরে গ্যাস সেক্টরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

ক্রমিক নং	বিবরণ	লাইসেন্স সংখ্যা
১।	সিএনজি মজুতকরণ ও বিপণনের লাইসেন্স প্রদান	৫৪
২।	গ্যাস বিতরণ/বিপণন লাইসেন্স প্রদান	০১
মোট		৫৫ টি

(খ) কমিশন কর্তৃক এ যাবৎ মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান (২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত)ঃ

সারণী-৮

২০০৯ হতে জুন, ২০১৫ অর্থবছরে গ্যাস সেক্টরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

ক্রমিক নং	বিবরণ	লাইসেন্স সংখা
১।	সিএনজি মজুতকরণ ও বিপণনের লাইসেন্স প্রদান	২৯৪
২।	গ্যাস বিতরণ/বিপণন লাইসেন্স প্রদান	০৭
৩।	গ্যাস সঞ্চালন লাইসেন্স প্রদান	০৩
৪।	কনডেনসেট মজুতকরণ	০৯
মোট		**৩১৩**

৮.৩.২ জ্বালানি সাশ্রয় ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

(ক) গ্যাস ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রি-পেইড মিটার ও স্মার্ট মিটার স্থাপনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বর্তমানে অকেজো অবস্থায় থাকা স্ক্যাডা সিস্টেমটি আধুনিকায়ন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) গ্যাস চুরি বন্ধকরণ, অবৈধ সংযোগ ও অপব্যবহার রোধ করার লক্ষ্যে 'গ্যাস সংযোগ প্রবিধান' প্রণয়নের কাজ চলছে।

(গ) গ্যাসের সুষ্ঠু ও নিরাপদ ব্যবহারের লক্ষ্যে সকল শ্রেণির গ্রাহকের জন্য Electronic Volume Corrector (EVC) মিটার স্থাপন এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকের জন্য প্রি-পেইড মিটার চালুকরণে বিইআরসির নির্দেশনা মোতাবেক প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক উলেস্নখযোগ্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উলেস্নখ্য, কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক গ্যাস বিতরণ কোম্পানিসমূহ ইতোমধ্যে ৬৭৫ টি EVC মিটার স্থাপন করেছে এবং নতুনভাবে আরও ২৫১০ টি EVC মিটার স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(ঘ) গ্যাস চুরি রোধে এবং সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে গ্যাস পাইপলাইন নেটওয়ার্কের ডিজিটাল গ্রীড রম্নট ম্যাপ প্রস্তুত ও ডিসপেস্ন করার লক্ষ্যে কমিশনের ইতোপূর্বের নির্দেশনা মোতাবেক প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করছে।

(ঙ) গ্যাস বিল অতি দ্রুততার সাথে ঝামেলা বিহীনভাবে পরিশোধ করার লক্ষ্যে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে গ্যাস বিল পরিশোধে কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী চালু করা হয়েছে।

(চ) গ্যাস সাশ্রয়, গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং এলপি গ্যাস সিলিন্ডারের দুর্ঘটনা রোধকল্পে ভোক্তা সাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত গণবিজ্ঞপ্তি প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত আছে এবং সিএনজি স্টেশনসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য নিয়মিত সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হচ্ছে।

(ছ) লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে গ্যাস খাতের বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে নিয়মিত উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। গ্যাসের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকগণ সিএনজি স্টেশন ও গ্যাস উত্তোলন ও প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানিসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করেন এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(জ) গ্যাস কোম্পানীসমূহের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত যাচাই বাছাই ও বিশেস্নষণপূর্বক নিদিষ্ট পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ট্যারিফ নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রত্যেক গ্যাস কোম্পানীর হিসাব পদ্ধতি, হিসাব খাত ও উপখাতসমূহ অভিন্নকরণের লক্ষ্যে ''অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি'' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.৪ পেট্রোলিয়াম সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

(১) কমিশন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর প্রবিধান অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ ও বিপণন/বিতরণের জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি), পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিঃ, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, ইষ্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ কে বিধিবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ করে।

(২) পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুদকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণন/বিতরণের জন্য লাইসেন্স প্রদানের লক্ষ্যে উন্মুক্ত সভার আয়োজন করা হয়। পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ, বিপণন/বিতরণের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কমিশনের পরিচালক এবং সহকারী পরিচালকগণ অথবা কমিশন কর্তৃক মনোনীত প্রতিষ্ঠান দ্বারা লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয় এবং মূল্যায়ন ও পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিলপূর্বক কমিশনের অনুমোদনের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

(৩) পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের লাইসেন্স মঞ্জুরীর পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

সারণী-৯

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়ামজাত পদাথ সেক্টরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

ক্রমিক নং	বিবরণ	লাইসেন্স সংখ্যা
১।	জ্বালানি তেল	৬ টি
২।	এলপিজি	১ টি
৩।	পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ	৯ টি
৪।	বিটুমিন	২১ টি
৫।	লুব্রিকেটিং অয়েল	৩৯ টি
মোট		৭৬ টি

(৪) কমিশন কর্তৃক এ যাবৎ মঞ্জুরীকৃত লাইসেন্সের পরিসংখ্যান (২০০৯ হতে জুন ২০১৫ পর্যন্ত) নিম্নরূপঃ

সারণী-১০

জুন ২০০৯ হতে জুলাই -১৫ অর্থবছরে পেট্রোলিয়ামজাত পদাথ সেক্টরে ইস্যুকৃত লাইসেন্স

ক্রমিক নং	বিবরণ	লাইসেন্স সংখা
১।	জ্বালানী তেল	১৮
২।	এলপিজি	৬
৩।	পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ	১২
৪।	বিটুমিন	২১
৫।	লুব্রিকেটিং অয়েল	১৯৯
মোট		২৫৬

৮.৫ অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রচলন ঃ

সকল বিদ্যুৎ লাইসেন্সীর জন্য কমিশন কর্তৃক অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি নির্ধারণ আইনি বাধ্যবাধকতা। কমিশন সকল বিদ্যুৎ ইউলিটির প্রতিনিধির সংগে আলোচনা এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি প্রণয়ন করে এবং উক্ত অভিন্ন হিসাব পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ তারিখে বিউবো, পিজিসিবি, বাপবিবো/পবিস, ডিপিডিসি, ডেসকো এবং ওজোপাডিকোতে প্রয়োজনীয় কপি প্রেরণ পূর্বক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি তদারকি এবং পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে ইউলিটিগুলোর ট্যারিফ নির্ধারণে আরও স্বচ্ছতা এবং কর্মসম্পাদনে জবাবদিহিতা বাড়াবে।

৮.৬ ফিড-ইন-ট্যারিফ ও কো-জেনারেশন প্রবিধানমালা প্রণয়ন

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎস হতে এনার্জি আহরণে বিনিয়োগ আকর্ষণ ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সোলার ও বায়ুকে মূখ্য বিবেচনায় নিয়ে ফিড-ইন-ট্যারিফ রেগুলেশন খসড়া করার কাজ কমিশন হাতে নিয়েছে। এছাড়াও শিল্প/কলকারখানায় জ্বালানি ব্যবহারের বিভিন্ন স্তরে অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত জ্বালানি ব্যবহার হ্রাস করে ওয়েস্ট হিট ও ওয়েস্ট ষ্টীমসহ অন্যান্য এনার্জি/ বাই প্রোডাক্ট ব্যবহার উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কো-জেনারেশণ রেগুলেশন এর খসড়া প্রস্তুতের কাজ হাতে নিয়েছে। এটি শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহার থেকে ওয়েস্ট এনার্জি/বাই-প্রোডাক্ট সংগ্রহ করে তার পুনব্যবহারের মাধ্যমে নতুন শিল্প/কলকারখানা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

৮.৭ পরিবেশ সংরক্ষণ

লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনের সময় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে লাইসেন্স প্রদান
করা হয়ে থাকে। এছাড়া ওয়েভার লাইসেন্স প্রাপ্তি পত্রে ধোঁয়া (Smoke) ও শব্দ দূষণের মাত্রা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

৮.৮ ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আউটরীচ কর্মসূচী ঃ

রেগুলেটরী কমিশন এর কার্যক্রম একটি নতুন ধারণা। এর কাজ সম্পর্কে সাধারণের ধারণা কম। ভোক্তাস্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশনের অন্যতম লক্ষ্য। জ্বালানি খাতের সাথে সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন করাও বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর দায়িত্বের অংশ। তেমনি ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য, ভোক্তাদের অধিকার, সচেতনতা বৃদ্ধি করাও কমিশনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উলিস্নখিত লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তৃণমূল পর্যায়ে আউটরীচ প্রোগামের আয়োজন করে আসছে। সভায় তৃণমূল পর্যায়ে পলস্নী বিদ্যুৎ সমিতি এবং অন্যান্য বিতরণ সংস্থা কর্তৃক প্রদেয় সেবারমান সম্পর্কে ভোক্তাদের মন্তব্য এবং বিদ্যমান সমস্যা দূরীকরণে মতবিনিময়সহ পলস্নী বিদ্যুৎ সমিতি এবং অন্যান্য ইউলিটির কর্মকর্তাগণ সরাসরি অভিযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জবাব প্রদান করেন। উলিস্নখিত কর্মসূচীর মূখ্য উদ্দেশ্য হলো ভোক্তা, সেবাদানকারী সংস্থা ও প্রশাসনের মাঝে একটি সেতুবন্ধন গড়ে তোলা এবং উদ্ভূত সমস্যার সুরাহায় সকল পক্ষের মধ্যে একটি অর্থবহ সংলাপের আবহ সৃষ্টি করা যা উলিস্নখিত কর্মসূচীর মাধ্যমে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ভোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মালিকানা বোধ সৃষ্টি হলে ইউটিলিটিগুলোর সহায় সম্মত্তি রক্ষণাবেক্ষণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৮.৯ কমিশনের জনবলঃ

সরকার অনুমোদিত কাঠামো অনুযায়ী কমিশনের মোট জনবল ৮১জন। এর বিপরীতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ৭১ জন। অনুমোদিত ও নিয়োজিত জনবলের সংখ্যা সারণী ১১ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী-১১

কমিশনের জনবল

পদের নাম	অনুমোদিত পদ সংখ্যা	২০১৪-১৫ সময়ে কর্মরত জনবল
চেয়ারম্যান	১	১
সদস্য	৪	৩
সচিব	১	১
পরিচালক	৪	৪
উপ-পরিচালক	৮	৩
সহকারী পরিচালক	১৬	১৫
একান্ত সচিব	১	১
ব্যক্তিগত সহকারী	১০	১০
অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	৭	৬
হিসাব সহকারী/ক্যাশিয়ার	১	১
ড্রাইভার*	৮	১৩
এম এল এস এস ** (অফিস সহায়ক)	১৮	১১
গার্ড	২	-
ক্লীনার**	-	২
মোট	৮১	৭১

* অনুমোদন অনুযায়ী গাড়ীচালক পদে ৫জন চুক্তিভিত্তিতে কর্মরত।

** ক্লীনার হিসেবে ২ জন ও অফিস সহায়ক হিসেবে ৩ জন দৈনিক মজুরী ভিত্তিক কর্মরত ।

৮.১০ মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

বিইআরসিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য কমিশন কর্তৃক এর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। উলেস্নখ্য, প্রশিক্ষণকে আরো অর্থবহ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সুষম পরিকল্পনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮.১১ কোর্স আয়োজনঃ

২০১৪-১৫ অথ বছরে কমিশন South Asia forum for Infrastructure Regulation (SAFIR) এর সহোযোগিতায় "Infrastructure Regulation & Reforms" শীর্ষক ১৪তম SAFIR কোর কোর্স এর আয়োজক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সাফল্যজনকভাবে কোর্সটি আয়োজন করেন। এতে SAFIR এর সদস্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের বিভিন্ন রেগুলেটরী সংস্থা/কমিশন এর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা/প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে প্রথম সার্ক এনার্জি রেগুলেটরসগণের সভা ডিসেম্বর ২১-২২, ২০১৪ তারিখ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রেগুলেটরী বিষয়, সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যে বিদ্যুতের Cross Border বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য রেগুলেটরী প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং দক্ষিণ এশীয়ায় কমন ইলেকট্রিসিটি মার্কেট সৃষ্টি ও দক্ষভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে Plan of Action এ সকল দেশ একমত পোষণ করে।

৮.১২ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড

কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Power Cell এর মাধ্যমে Rural Electrification and Renewable Energy Development II (RERED II) প্রকল্পের অংশ বিশেষ বিইআরসিতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৮.১৩ প্রবিধানমালা প্রণয়ন

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন,২০০৩ এর ধারা ৫৯ অনুযায়ী কমিশন এ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের দ্বারা প্রবিধানমালা প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। সংশিস্নষ্ট অর্থ বছর অন্তে এতদ্সংক্রান্ত কার্যাবলীর অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

ক) সরকারী গেজেটে প্রকাশিত প্রবিধানমালাসমূহ

১. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন বাজেট, একাউন্টস অ্যান্ড রিপোর্টিং রেগুলেশন, ২০০৪
২. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন তহবিল প্রবিধানমালা, ২০০৪
৩. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬
৪. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা ,২০০৮
৫. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ উৎপাদন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০০৮
৬. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০
৭. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০

৮. Bangladesh Energy Regulatory Commission Dispute Settlement Regulations, 2014.

খ) খসড়া প্রবিধানমালাসমূহ

১. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
২. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিদ্যুৎ বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
৩. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
৪. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ খুচরা ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
৫. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ, বিপণন, বিতরণ ও পরিবহন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা
৬. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেক্ট্রিসিটি ইউনিফর্ম সিস্টেম অব একাউন্টস প্রবিধানমালা (প্রভিশনালী ইউটিলিটিগুলোতে চালু করা হয়েছে)
৭. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি গ্রীড কোড প্রবিধানমালা (প্রভিশনালী ইউটিলিটিগুলোতে চালু করা হয়েছে)
৮. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউসন কোড প্রবিধানমালা
৯. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং নিরাপত্তা কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা
১০. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানিব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা
১১. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন সভার কার্যপদ্ধতি প্রবিধানমালা
১২. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন শুনানি প্রবিধানমালা
১৩. বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন প্রশাসনিক জরিমানা আরোপ প্রবিধানমালা

৮.১৪ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের নিরীক্ষিত হিসাবঃ

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মোট ৩০,৬১,৮১,৪৫১/- (ত্রিশ কোটি একষট্টি লাখ একাশি হাজার চারশত একান্ন) টাকা আয় করেছে এবং একই সময়ে অর্থ বিভাগের মনিটরিং বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত বাজেটের বিপরীতে মোট ৬,৮৩,৩৫,৬৮৬ (ছয় কোটি তিরাশি লাখ পয়ত্রিশ হাজার ছয়শত ছিয়াশি) টাকা ব্যয় করেছে।